কেরাণীর জীবন

শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম ২৷৷০ টাকা

—কেরাণীর জীবন—

শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের—

শ্রীচরণ কমলে উৎসর্গ—

রাশিচক্রে সূর্য যথা ভ্রমিতেছে যুগ-যুগান্তর
মৃত্তিকাব অভ্যন্তরে সঞ্জীবিত করি' মহাপ্রাণ,—
আত্ম-দৃপ্ত সত্য তব ঘূর্ণমান চলে নিরন্তর
জনতার রাশি-চক্রে সেইমত প্রজ্ঞা বলীয়ান ;
দিগন্তে সমুদ্র যথা ভীমবেগে করিয়া গর্জন
তুলিয়া সহস্র ফণা তরঙ্গের করিয়া সঞ্চার
ধরিত্রীর বদ্ধ-সীম আসক্তির করিয়া বর্জন
ক্রমাগত ছুটে চলে শ্রান্তি ক্ষান্তি অন্বেষিয়া তা'র,—
সেইমত জীবাত্মার রিপু স্ফীত কামনা প্রবাহ
পরমাত্মা দিগঞ্চলে অগ্রগামী মুক্তি অন্বেষণ,
মঙ্গল নির্দেশ তব শ্রদ্ধা-ভরে করিব নির্বাহ
জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ প্রস্থান প্রয়োজনে ।
রামকৃষ্ণ নটগুরু, মহাশিল্পী নিত্য জ্ঞানাধার
সর্ব-ধর্মী সত্য-দ্রষ্টা, অধমের লহ নমস্কার ।

—শ্রীছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

কেরাণীর জীবন

প্রথম অভিনয়—

কলিকাতার শ্রেষ্ঠ **সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় 'রঙ্গ-নাট্যম্'** কর্তৃক

শ্রীরঙ্গম্-এ প্রথম অভিনয় রজনী

২৪শে ভাদ্র, ১৩৫৯

পরে একাদিক্রমে বহু রজনী **মিনার্ভা থিয়েটার**-এ অভিনয়

শনিবার ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫২

	রঙ্গনাট্যম্	মিনার্ভা থিয়েটার	ফিল্ম্
পরিচালক	ঠাকুরদাস	রঞ্জিৎ রায়	দিলীপ মুখার্জী
সুরশিল্পী	রথীন্দ্রনাথ ঘোষ	ঐ	লক্ষ্মণ হাজরা
তত্ত্বাবধায়ক	নরেশচন্দ্র দত্ত	জলু বড়াল	মুরারী শীল
প্রচার সচিব	বিরজাশঙ্কর বসু	শান্তি চক্রবর্তী	
স্মারক	অজিত চট্টোঃ সুনিল বসু	শচীন ভট্টাচার্য্য	
মঞ্চসংরক্ষণায়	সুবোধ ঘোষ	মিলন দত্ত	
আলোক নিয়ন্ত্রণে	অনিল দাস	কাশীনাথ পাল	
রূপসজ্জা	বি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং	বাদল গাঙ্গুলি	

বাদক—
- হারমোনিয়ম—হরিদাস মুখার্জী
- পিয়ানো—শেখর রায়
- তব্‌লা—ভোলা মল্লিক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপক ভারতবর্ষের বিখ্যাত নাট্য-সমালোচক ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের আশীর্বাণী—

শ্রীমান্ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কেরাণীর জীবন" পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। মঞ্চে এবং ছায়াচিত্রে ইহার অভিনয়ও খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক যখন ইহার মহরত্ এবং শ্রীরঙ্গমে ইহার প্রথম অভিনয় হয়, তখন আমাকে সভাপতির পদে আহ্বান করিয়া সম্মান দেওয়া হয়। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে সেই নাটকখানি এত অল্প সময় মধ্যে সাধারণের নিকট খুবই সমাদর ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। আশা করি ইহা সর্ব্বত্র সংবর্ধিত এবং অভিনীত হইবে। নাটকখানি সাধারণ কেরাণীর সংসার চিত্রের একটি খাঁটি আলেখ্য চিত্র। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংগ্রামশীল জীবনের দুঃখ-কষ্ট ইহাতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। অনেকদিন হইতে আজকালকার অনাটন সংসারের বিষয়বস্তু সংবলিত একখানি নাটকের অভাব বড়ই অনুভব করিতেছিলাম। ছবিবাবু এই উৎকৃষ্ট প্রাণস্পর্শী এবং বাস্তবতামূলক নাটকখানি রচনা করিয়া আমাদের সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। আশা করি, নাটকখানি সকলের নিকটই আদরণীয় হইবে। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি যে, নাটকের গুণে নাটকখানি যেন সকলকেই তৃপ্তিদানে সক্ষম হয় এবং প্রার্থনা করি এই উদীয়মান নাট্যকারের লেখনীতে এবংবিধ আরও অপূর্ব্ব নাটক প্রসূত হইয়া নাট্যশালার অভাব পূর্ণ করুক—নটনাথ শ্রীমান ছবিকে দীর্ঘজীবি করুক।

১২৪।৫-বি, রসা রোড,
কালিঘাট, কলিকাতা।
ফোন—সাউথ ১০৫০।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
এড্‌ভোকেট
হাইকোর্ট

কেরাণীর জীবন

দৃশ্য-লিপি

ঘূর্ণায়মান মঞ্চের জন্য

১।১

বিধু মুখুজ্যের বাড়ী রান্নাঘর

১।২

বসিবার ঘর

১।৩

মিনুর ঘর

১।৪

সদর দরজার সামনের রাস্তা

১।৫

রান্নাঘর

১।৬

অফিস রুম

১।৭

নন্দী সায়েবের ঘর

ড্রপ

২।১

বারিদবরণ গুহের ঘর

২।২

রান্নাঘর

২।৩

মিনুর ঘর

ড্রপ

৩।১

অফিস রুম

৩।২

বারিদবরণ গুহের ঘর

৩।৩

বিধু মুখুজ্যের ঘর

৩।৪

মিনুর ঘর

ড্রপ

৪।১

অফিস রুম

৪।২

বিধু মুখুজ্যের ঘর

৪।৩

পটলার ঘর

ড্রপ

কেরাণীর জীবন

১।১

[বিধু মুখুজ্যের বাড়ী। রান্নাঘর, সৌদামিনী কুটুনা কুটিতেছেন। মাধুরি ডাল বাটিতেছে। সত্যবান পড়িতেছে।]

সত্যবান। "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।"

মাধুরি। "পাখী সব" তো মুখস্থ হয়ে গেছে। আবার সেই পুরোনো পড়া পড়্‌ছিস? "সকালে উঠিয়া" পদ্যটা মুখস্থ কর।

সত্যবান। "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভালো হ'য়ে চলি।
আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।"
মা ক্ষিদে পেয়েছে—

মাধুরি। আমায় গেলোনা, লক্ষ্মিছাড়া—হতভাগা—

সৌদামিনী। আহা, কেন বকচিস মাধু?

সত্যবান। আচ্ছা দিদিমা, এত বেলা পর্যন্ত বুঝি ক্ষিদে পায় না?

মাধুরি। এত লোকের মরণ হয়, কই তোর তো মরণ হয় না!

সৌদামিনী। আহা, ও ছেলেমানুষ—ওর কি জ্ঞান-গম্য কিছু আছে?

মাধুরি। পড়্ পড়্ হতভাগা, পড়্‌তে না পড়তে ক্ষিদে পেয়েছে! আ মরণ! জন্মেই তো বাপ্‌কে একবারে টপ ক'রে গিলে ফেল্লি!

সৌদামিনী। তা'র জন্যে ওকে বক্‌চিস্ কেন মাধু? সবই তোর

অদৃষ্ট! দিব্যি জলজ্যান্ত একটা ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলুম....সবই আমার ভাগ্য!

মাধুরি। যাও, যাও, এখন আর নাকে কেঁদোনা! গলায় দড়ি কলসি বেঁধে আমাকে জলে ভাসিয়ে দাওনি কেন? এমন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলে যে দুবেলা দুমুটো পরিবারকে পেট ভ'রে খেতে দিতে পারেনি, পরণে একখানার বেশি দুখানা সাড়ি জোগাতে পারে নি—

সৌদামিনী। অমন রাজপুত্তুরের মত সোনার চাঁদ রোজগারি ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলুম—

মাধুরি। বিয়ে দিয়েছিলে তো এক কেরাণীর সঙ্গে—দেড়শো টাকা যার মাইনে! আর মুখ নেড়ে কথা বলো না। তাছাড়া তোমার 'জামাই'-এর সংসারে আত্মীয় স্বজনও তো নেহাৎ কম ছিল না। রোজগারি লোক একটি, কিন্তু এবেলা ওবেলার পাত পড়্‌তো কুড়িখানি।

সৌদামিনী। দুখ্যু ক'রে আর কি হবে মা?

মাধুরি। আমাকে তো পাঠিয়েছিলে তোমরা দাসীবাঁদি করে। (ক্ষোভ) স্বামীর সেবা যত কর্‌তে পারি আর না পারি তা'র আত্মীয়-স্বজনের ফাই-ফরমাজ খাটতেই অস্থির। তিনটি দেওরের স্কুলের মাইনে, দুটি বোনের বিয়ে, বাড়ি-ভাড়া, বাজার খরচা, ধোপা-নাপিতের খরচা সবই তো ঐ সামান্য একটা কেরাণীকেই চালাতে হয়েছে। আমার শ্বশুরের তো আর কিছু সম্পত্তি ছিল না!

সৌদামিনী। কি কর্‌ব বল্? আমরা তোর ভালর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলুম।

মাধুরী। ভালো যা করেছ, চিতেয় না-শোয়া পর্যন্ত আর ভুলছিনা;

সৌদামিনী। সমাজে বাস কর্‌তে গেলে নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে তো!

মাধুরি। অন্যায় নিয়ম-কানুনকে মান্‌তে গিয়ে নিজেদের জীবনের দুখ্যু-কষ্টকে আমরা বাড়িয়ে তুলব! সমাজটাই তোমাদের কাছে হবে বড়, মানুষ তোমাদের কাছে কিছুই নয়। দেখো মা, লেখাপড়া জান্‌লে তুমি আজ একথা বলতে না।

সৌদামিনী। মুখ্যু হ'য়েই তো এতদিন সংসারটা চালিয়ে আস্‌ছি। মুখ্যু থেকেই যেন সংসারটাকে নিয়ে শেষদিন পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারি। কেন, তোকে তো লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, তুইতো ম্যাট্রিক পাশ করেছিস্—কি এমন তা'র সুফল তুই পাচ্ছিস্?

মাধুরি। শুধু লেখাপড়া শেখালেই হয় না মা। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষকে ঠিক মত চালানো চাই। তোমরা যদি আমাকে আরো পড়াতে, তাহ'লে আজকে আমাকে আর বিয়ে করে একটি ছেলের মা হয়ে এত নিদারুণ বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'ত না।

সৌদামিনী। কেন?

মাধুরি। আমার জীবনের ধারা পাল্‌টে যেত। আমি প্রফেসর হ'তে পারতাম, আইন-জীবি হতে পারতাম, ডাক্তার হ'তে পার্‌তাম। আমার জীবনটাকে তোমরা একেবারে নষ্ট ক'রে দিলে মা। যে কথা বল্‌ছিলুম, সমাজকে এত বড় করে দেখো না মা। সমাজের ভালোটাকে যেমন মেনে নোবো, খারাপটাকেও তেমনি অস্বীকার কর্‌বো।

সৌদামিনী। কিন্তু মেয়ে বড় হ'লে তা'র বিয়ে দিতে হবে তো?

মাধুরি। বিয়ে নাই বা দিলে, ক্ষতি কি! সংসারে নিজের পায়ে নিজে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্যে ছেলেমেয়েদের সেই রকম শিক্ষা দাও।

সস্তা খেতে গেলে ফুলকপিতে হাত দেওয়া যাবে না, খেতে হবে ওলকপি।

বিধু। কি আশ্চর্য্য 'ক্লাইভ-ষ্ট্রীট'-এ—

পটলা। নেতাজী সুভাষ রোড বল বাবা, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে, চালাকি নয়।

বিধু। জানো গিন্নী, Office quarter-এ হিন্দুস্থানী মেয়েমানুষরা এই রকম কপির দাম নেয় দু-আনা, মেবে-কেটে দশ পয়সা—

সৌদামিনী। তাহ'লে ফেরবার পথে দুটো-একটা কপি তুমিও তো হাতে ক'রে আন্‌তে পারো! (পটলা গমনোদ্যত)

বিধু। এই দাঁড়া, পালাচ্ছিস্ যে! আর এক টাকার হিসেব কোথায় গেল?

পটলা। পাকা পোনা এনেছি, জ্যান্ত, ধড়ফড় কর্‌ছিল,—চোখের সাম্‌নে কেটে দিয়েছে—

বিধু। ভনিতা রেখে বল, তোর কাছ থেকে দাম কত নিয়েছে—

পটলা। সামান্যই। একটাকা—

বিধু। বলিস্ কিরে। এক টাকার মাছ!

(বিধু বাবু লাফাইয়া উঠিয়া প'ড়িলেন)

পটলা। বাজার আগুন! দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। কার সাধ্যি হাত দেয়! তবু আমি আন্‌লুম স্রেফ তোমার জন্যে।

বিধু। আমার জন্যে!

পটলা। চার টাকা সেরের জ্যান্ত পোনা এক টাকায় নিলুম এক পো—Simply তোমার জন্যে বাবা—

বিধু। তোরাই আমাকে মারবি রে পটলা, তোরাই আমাকে মারবি।

১।৩

দ্বিতলের বারান্দা

[এক কোণে একটী চেয়ার ও টেবিল পাতা আছে। মিনু বসিয়া বই পড়িতেছে। ছুটিয়া বুলুর প্রবেশ।]

বুলু। মেজদি, মেজদি—(মিনু বই পড়িতেছে)

বুলু। তা মেজদি—(কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিল।)। বাবারে বাবা, দিনরাত শুধু পড়া আর পড়া—

মিনু। কি বলছিস্ ?

বুলু। একটা খুব মজার খবর আছে। কি দেবে বল ?

মিনু। তোর খবরটাই আগে শুনি।

বুলু। উঁহু, তাহ'লে আমার বলা হ'ল না। চললুম।

(বুলু গমনোদ্যত)

মিনু। বুলু শোন্—

বুলু। বলো—

মিনু কি খবর রে ?

বুলু। বলতে পারি, যদি আগে একটা গান শোনাও। খবরটা শুনে তোমারই সবচেয়ে বেশি আনন্দ হ'বে—

মিনু। বলবি না তো ? বল্ ভাই—লক্ষ্মীটী—

বুলু। উঁহু, তুমি আগে সেই গানটা শোনাও—

মিনু। কোন্‌টা বলতো ?

বুলু। সেই যে গো "বাঁশি যদি হতাম আমি।"

মিনু। বাবার এখন অফিস যাবার সময়—না ?

বুলু। তা হ'ক ঠাকুর-দেব্‌তার গান শুনলে বাবা খুসিই হবেন। গাও না—

মিনু। গাইছি।

বাঁশি যদি হতাম আমি
কৃষ্ণ তোমার হাতে
আমার কথা মিশিয়ে দিতাম
তোমার সুরের সাথে।
হতাম যদি নূপুর পায়ে
প্রণাম দিতাম মন লুটায়ে
কাজল হ'লে পেতাম শোভা
তোমার আঁখি পাতে।

কৃষ্ণ আমি হতাম যদি
চন্দন-টিপ-বাশি,
অনুরাগে বাড়িয়ে দিতাম
তোমার মুখের হাসি।
হতাম যদি বন-ভ্রমরা
হাতে হাতে পড়তে ধরা
কখন থাকো কার সাথে কোন্
গোপীর আঙিনাতে।

(রবিনের প্রবেশ)

রবিন। বেশ গেয়েছো, বাঃ চমৎকার।

মিনু। তুমি!

রবিন। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলে যে!

মিনু। মেজদি, তোমাকে আমি এই খবরটাই দিতে এসেছিলুম। রবিন দা' ক'লকাতায় এলেন দু'বছর পরে, খুব মজার খবর—না মেজদি?

চাকরি না হয় একটা বড সায়েবকে ধ'রে ব্যবস্থা করে ফেল্‌বো, সেজন্তে তুমি এত ভেবো না। তুমি এখন আছ কোথায় বাবা ?

রবিন। এক বন্ধুর বাড়িতে।

বিধু। কি আশ্চর্য্য, তুমি তো আমাদের এখানে এসে থাকতে পারো। দেখো দিকিনি, বলা নেই, কওয়া নেই, কোথায় গিয়ে এক বন্ধুর বাডিতে উঠেছো। ওগো শুনছ— (সৌদামিনীর প্রবেশ) এই দেখ রবিন কোথায় এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠেছে।

সৌদামিনী। তাইতো শুনলাম ওর মুখে।

রবিন। মাসিমাব সঙ্গে আমি এসেই দেখা করেছি—

বিধু। তা বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছো। হাঁ ভালো কথা, তুমি আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়া ক'রে যাবে বুঝলে ? ওহো দেখছো, কথাটা জিজ্ঞেস কর্‌তে একবাবে ভুলেই গেছি। তোমার বাবা কেমন আছেন ?

রবিন। বাবা, মারা গেছেন।

বিধু। এ্যাঃ বলো কি ! তোমার বাবা মারা গেছেন ? ইস্ নটা বেজে গেল সুখ দুঃখের কথাগুলো যে ভালো ক'রে শুনবো তা'রও কোনও উপায় নেই। যাক রবিন—বাবা আমি অফিস থেকে ফিরে এসে তোমার সব কথাই শুন্‌বো। চলো গিন্নী চলো, বলি ভাতটা বাড়া হয়েছে তো ?

সৌদামিনী। হাঁ গো হাঁ, চলো না। মাধু ভাত নিয়ে বসে আছে। (সৌদামিনীর প্রস্থান)

বিধু। ওরে মিনু কোথায় গেলি,—মিনু ?

(বুলুর প্রবেশ)

বুলু। বাবা, মেজদিকে ডাকছো ?

পট্‌লা। তুই যখন এত করে বলছিস্, তখন আমাকে যেতেই হবে। এখন কিছু গুরু-দক্ষিণে ছাড় দিকিনি। কত আছে তোর কাছে?

ন্যাপ্‌লা। আট আনা—

পট্‌লা। আট আনাই দে—

ন্যাপ্‌লা। এই নাও। (ন্যাপ্‌লা পট্‌লাকে আট আনা দিল)

[একটি ভিখারিণী ছোট একটি ছেলেকে কোলে করিয়া প্রবেশ করিল]

ভিখারিণী। বাবু, আজ দুদিন কিছু খেতে পাইনি বাবু। কিছু ভিক্ষে দিন বাবু।

ন্যাপ্‌লা। দেখেছো ওস্তাদ, দেখেছো,—এদের জ্বালায় কিছুতেই পথ চলা যাবে না—বেরো, বেরো এখান থেকে—

পট্‌লা। (ভিখারিণীকে) এই নাও— (আট আনা দান করিল)

(ভিখারিণী চলিয়া গেল)

ন্যাপ্‌লা। সে কি ওস্তাদ, আট-আনাই দিয়ে দিলে!—কেন ওস্তাদ!

পট্‌লা। এ' তুই বুঝবিনিরে ন্যাপ্‌লা।

ন্যাপ্‌লা। তাহ'লে ওস্তাদ পার্টটা আমায় শিখিয়ে দেবে তো?

পট্‌লা। ন্যাথ্ ন্যাপ্‌লা, দ্রৌপদীর পার্ট তুই ছেড়ে দে—

ন্যাপ্‌লা। কেন ওস্তাদ?

পট্‌লা। আমি বাইরের একটা call পেয়েছি, সাজাহান play করতে যাব,—টাকা পাওয়া যাবে বুঝলি। তুই কম্‌বি মোহাম্মদের পার্ট। আমি সাজাহান, তুই মোহাম্মদ—

ন্যাপ্‌লা। তাহ'লে দ্রৌপদীর পার্টটা—

পটলা। ওরে বোকা, Public-boardএ মেয়েছেলের পার্ট করবার জন্যে তোকে তো আর কেউ ডাক্‌বে না—

ন্যাপ্‌লা। ঠিক বলেছো ওস্তাদ!—

(চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল)

পটলা। তোর এই গুরুভক্তিব জন্যে আমি খুব সন্তুষ্ট। তোকে আমি একেবারে পুরোদোস্তর actor তৈরী করে বাজারে ছেড়ে দেবো। মোহাম্মদের পার্ট যদি তুই ভাল করিস্ তোকে promotion দেবো ঔরংজীবের ভূমিকায়। ঔবংজীব যদি ভাল করতে পারিস, class promotion পেয়ে তুই উঠবি সাজাহানের সিংহাসনে। তুই তখন চুটিয়ে প্লে করে যাবি, আর আমি auditorium এ বসে তোর অভিনয় দেখবো!

ন্যাপ্‌লা। তুমি আমার মনের কথা বলেছো ওস্তাদ। আব একবার পায়ের ধূলো দাও। [পদধূলি লইয়া]

ওস্তাদ, তুমি হবে বাগান, আমি হ'ব ফুল, দর্শকবৃন্দ হবে এক ঝাঁক পাখী, তোমাতে আমাতে মিলে যখন climaxএ sceneটাকে ওঠাবো, তখন দর্শকদের হাত-তালির কলগুঞ্জন আর থাম্‌বে না ওস্তাদ —থাম্‌বে না!

পট্‌লা। ওরে ন্যাপ্‌লা, তুই যে উপমায় কালিদাসকেও হার মানালি দেখছি। (হাসি)

ন্যাপ্‌লা। (হাসিয়া বলিল) সবই তোমার আশীর্ব্বাদ ওস্তাদ—

(গোপেশ্বর প্রবেশ করিলহ; াতে লাঠি)

গোপেশ্বর। হ্যাঁ হে, বিধু বাবু বাড়ী আছেন—

পট্‌লা। জানি না।

কেষ্ট। বুঝ্‌তেই তো পার্‌ছেন ভাই গরীব গেরস্থ মানুষ।

পট্‌লা। সব বুঝতে পারছি ভাই। কিন্তু আপনি একা হাজার চেষ্টা করলেও টাকা আদায় করতে পার্‌বেন না। আপনার যাওয়া চাই Through proper channel।

কেষ্ট। তাইতো আমি যাচ্ছি ভাই—এই উপকারটুকু ক'রে দিন।

পট্‌লা। বলেছি তো কর্‌বো। কিছু ছাড়ুন ব্রাদার।

কেষ্ট। কত চান?

পট্‌লা। সামান্যই "না" বললে একটাকা, আর "হাঁ" বললে দু'টাকা। যতবারই আপনি বাবাকে ডাকতে আস্‌বেন, আমি ভয় বলব এক টাকা, না হয় বল্‌ব দু'টাকা। মনে থাকবে তো? একটাকায় বাবা নেই, আর দু'টাকায় বাবা আছেন।

কেষ্ট। এখন তা'হলে ক'টাকা? (ঢোক গিলিয়া)

পট্‌লা। টাকাটা আগে বার করুন—দেখি—

[কেষ্ট মুদি ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিল]

পট্‌লা। এখন? দু'টাকা।

কেষ্ট। ও তাহলে বিধু বাবু আছেন, এই নিন দু'টাকা, এবার যদি খবরটা আপনি দয়া করে বিধু বাবুর কাছে পৌঁছে দেন?

পট্‌লা। পয়সা যখন নিয়েছি তখন কাজ ক'রব বৈকি? হ্যাঁ দেখুন, আর যদি আপনার দেড়শো টাকা কোন রকমে আদায় করে দিতে পারি?

কেষ্ট। তা'হলে আমি আপনার গোলাম হয়ে থাক্‌ব—

পট্‌লা। কিন্তু আমি যে 'টেক্কা' চাই ব্রাদার—আমি চাই টাকায় চার আনা ক'রে কমিশন।

কেষ্ট। টাকায় চার আনা বড় বেশী হয়ে যায়—মাথা ঠাণ্ডা করে আপনি একবার ভেবে দেখুন—

পটলা। মাথা আমার সব সময়ই North pole, South pole হয়ে রয়েছে বুঝলেন? মাথাকে আমি সব সময়ই খুব ঠাণ্ডা রাখি। টাকায় চার আনা এমন আর কি বেশী? এমনিই তো আপনার সমস্ত টাকটা জলে ডুবে আছে।

কেষ্ট। বেশ তাই হবে। আপনার কথাই রইলো, টাকায় চার আনা কমিশনই আপনি পাবেন ঐ দেড়শো টাকা যদি আমাকে আদায় করে দিতে পারেন।

পটলা। ভদ্রলোকের এক কথা?

কেষ্ট। টাকা একদিকে, আর আমার কথা একদিকে।

পটলা। নিন, আর একটা সিগারেট রাখুন। নগদ কড়কড়ে দুটো টাকা দিলেন। আপনি একটু দাঁড়ান এখানে, দেখি কত্তা কি করছে। কত্তার আবার এখন ভাত খেয়ে অফিস যাবার 'time' বুঝলেন কিনা—সুযোগ বুঝে তো বল্‌তে হবে আমাকে? দিন ফর্দটা।

কেষ্ট। এই নিন্।

[পটলার হাতে ফর্দ দিল]

পটলা। কিছুক্ষণ আপনাকে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

কেষ্ট। বেশ তো, আমি রয়েছি। (পটলার প্রস্থান)

কেষ্ট। ওঃ! আচ্ছা বিচ্ছু ছেলে দেখ্‌ছি! এপারে পুঁতে দিলে ওপারে একেবারে গাছ হ'য়ে বেরুবে! দেড়শো টাকা আদায় করতে গিয়ে তিনশো টাকা গাঁট-গচ্ছা দোবো! নাঃ—ব্যবসা করাও আজকাল দুষ্কর। একবার বাজিয়ে দেখিনা কতদূরের জল কতদূরে গিয়ে

গড়ায়। দেড়শো টাকা আদায় হয় ভাল, না হয় আবার অন্য কোন একটা ফন্দি ফিকির ভাঁজতে হবে এখন ঐ মাঞ্জা-দেওয়া ছেলেটী ভালোয় ভালোয় বাড়ী থেকে বেরুলে হয়। দেখাই যাক্—

[কেষ্ট মুদি দাঁড়াইয়া সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করিল]

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)

(১।৫)

স্থান—নীচের দালান.

(দুধের বাল্‌তি লইয়া যদুর প্রবেশ)

যদু। মা, দুধের জায়গাটা দিন্—

সৌদামিনী। দাঁড়াও বাছা! এই নাও।

(দুধ দিয়া ঘোষ দাঁড়াইয়া রহিল

সৌদামিনী। কিরে দাঁড়িয়ে কেন?

যদু। আজ্ঞে, দুধের দামটা—

বিধু। ক'মাসের হয়েছে?

যদু। এই মাসটা নিয়ে চার মাস।

বিধু। তোর পাওনা কত?

যদু। একশো টাকার ওপর।

বিধু। সর্ব্বনাশ করেছে! একশো টাকার ওপর! কাল থেকে আর তোকে দুধ দিতে হবে না। টাকা আমাদের খেটে রোজগার করতে হয়, টাকাটা তো আর গাছের ফল নয় যে নাড়া দিলেই পড়্‌বে। ধার বাকি বলে যা খুসি তাই একটা হিসেব ধরে দিবি?

যদু। কি করি বাবু—খাঁটি দুধ টাকায় এক সের। এই দেখুন না খড় ভূষি এই সবের দামও দুনোদুনি চড়ে গেছে। গোরুকেও আমাদের খেতে দিতে হবে তো বাবু? আর যা তা হিসেবের কথা

পটলা। যতো চোট্‌পাট সব আমার ওপর! এধারে তো বল্‌বে রোজগার করিস্ না কেন? Money saved is money earned. কেষ্টমুদিকে কি বল্‌ব?

বিধু। বল্‌বি—আমার মাথা আর তোর মুণ্ডু।

পটলা। তা আমায় বকছো কেন? আমি কি কর্‌লুম? বোঝাপড়া যা করবার কেষ্টমুদির সঙ্গেই করে নিও। আমি তো আর কেষ্টমুদি নই! দূত অবধ্য!

(পটলার প্রস্থান)

[বিধু বাবু কাঁসার গ্লাসকরিয়া জল খাইতেছেন, ধীরে ধীরে মিণ্টু প্রবেশ করিল।]

মিণ্টু। বাবা—

বিধু। কি! (রাগিয়া)

মিণ্টু। কয়লাওলা টাকার জন্যে এসেছে—

[বিধু বাবু সঙ্গে সঙ্গে গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।]

বিধু। দুত্তোর'—খাওয়ার নিকুচি করেছে। খাওয়ার সময় কয়লা, গয়লা, বাড়ীওলা—যত্তো সব—

(সৌদামিনী দ্রুত প্রবেশ করিলেন)

সৌদামিনী। কি হ'ল গো ভাত ফেলে উঠে পড়্‌লে কেন?

বিধু। সখ ক'রে, আনন্দ ক'রে ফূর্তিতে আমার প্রাণটা নেচে উঠেছে কিনা তাই! শান্তিতে দুমুঠো পেট ভ'রে ভাত খেতে পাব না। ম'লে বাঁচি! তোমাদের হাত থেকে কবে যে নিষ্কৃতি পাব তা একমাত্র ভগবানই জানেন। চল্ চল্—ব্যাটাচ্ছেলে, দেখি তোর কয়লাওলা কি বল্‌ছে।

[মিণ্টুর কান ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতে টানিতে বিধু বাবুর প্রস্থান
সৌদামিনী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চহিয়া রহিলেন।] মঞ্চ ঘূর্ণায়মান]

ভানু। বলো কি আট্যি দা! Graphic Sketch হ'লে তাহ'লে মোটামুটি এই Figureটা দাঁড়ায়।—ছিল Calcutta to Ranchi, হ'ল Calcutta to Karachi—!

অজয়। মেয়েরা সব রাহুর মত কি বলিস্ ভেনো?

ভানু। তা যা বলেছিস মাইরি, আমরা আবার সকলে এক একটি পূর্ণিমার চাঁদ কিনা? (হাসি)

সত্যেন। তোমরা যাই বল না কেন-কেরাণী হ'য়েই আমরা চাকরিতে ঢুকেছি, আবার কেরাণী হয়েই মারা যাব।

দ্বিজেন। এটা আমাদেরই দোষ সত্যেন-দা। আমরা নিজেরা কেরাণী বলে, ছেলেদেরও কেরাণী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই!

সুহাস। সত্যি কথা, রামের বাপ ছেলের ম্যাট্রিক পাশের জন্য অপেক্ষা করছে—

অজয়। শ্যামের বাপ দেখছে ছেলে কখন আই-এ পাশ করবে—

আট্যি। আর যদুর বাপ দেখছেন ছেলে কখন গেছুড়ে হবে—মানে Graduate হবে!

দ্বিজেন। তারপর ব্যস্, চাকরি থাকতে থাকতেই সায়েবের হাতে পায়ে ধরে ছেলেকে পঞ্চাশ টাকা মাইনের একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দাও!

সত্যেন। তা, না হ'য়েই বা উপায় কি?—রোজগারী একটা মাত্র লোক, কতদিকে আর পেরে ওঠে বলো!

[ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বিধুবাবুর প্রবেশ। Attendance Register খুঁজিতে গিয়া হাত লাগিয়া জলের গ্লাস পড়িয়া গেল]

সত্যেন। বদরাগী আছেন বাড়ীতে আছেন, আমাদের কি? বুঝতাম হা—তিনি বদরাগী—আমাদের গালমন্দ করে daily দশ টাকা করে বকশিস দিচ্ছেন—তা'হলে তাঁর রাগটাকে বরদাস্ত করতুম

ভানু। সত্যি কথা, পেটে খেলে তবে পিঠে সয়—

বিধু। হলধর— (হতাশার ডাক)

হলধর। কি বলছেন বড়বাবু—

বিধু। এক গ্লাস জল দে বাপ একটু সামলে নিই—

ভানু। আচ্ছা, আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন বলুন তো? সায়েব এক কথা বলবে আপনি দশ কথা শোনাবেন।

বিধু। তোমরা ছেলেমানুষ কিনা—সংসারটাকে সবুজ চোখে দেখছো। চাকরী যদি আজকে আমার ঐ অফিসারের কলমের একটি খোঁচায় চলে যায়, তা'হলে সংসারকে নিয়ে আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে। কেরাণী হয়ে ঘরে বাইরে বহু অপমান সহ্য করেছি। যাক্, এমনি করেই বাকি যে কটা দিন চলে যায়।

দ্বিজেন। সত্যি কথা, হাত পা আমাদের বাঁধা।

[হলধর জল দিয়া গেল]

বিধু। যাহ—দুর্গা বলে একবার Attendance Registerএর জন্যে বড়সায়েবকে বলি। তোরা যেন কেউ গোলমাল করিসনি আবার। সব কিছু কর্ বাবা—কিন্তু আমার চাকরীটাকে বাঁচিয়ে কর্।

[বাহিরে প্রস্থান]

ভানু। আহা শিবতুল্য লোক মাইরি।

সত্যেন। বড়বাবুর সঙ্গে সায়েব আমার ডিপার্টমেণ্টএ আসতে পারে। চুপ করে এখন মুখ বুজিয়ে কাজ কর্ ভাই। এ ব্যাটা তেলে-ভাজা-অফিসার। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ সেক্সনে এলেই হ'ল।

কেরাণীর জীবন

১।৭

—অফিসার নন্দী সায়েবের ঘর—

[নন্দী সায়েব কাজ করিতেছেন। সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ফোন, অফিসের কাগজপত্র ফাইল, দোয়াত কলম টেবিল সজ্জিত। নন্দী সায়েব কাজ করিতে করিতে ফোন তুলিলেন। বিধু বাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন]

মিঃ নন্দী। Hallo! P. K. 6587 please. Yes please; Hallo Mr. Sen! আমি Mr. Nandy কথা বল্‌ছি। Stationery goods আপনারা যা supply করছেন তা একেবারে most third class। Paper যা supply করছেন তা একেবারে good-for-nothing। দুপিঠে তার লেখা যায় না, pencilএর সিস্ লিখতে-না-লিখ্‌তেই ভেঙে যায়, আর nib যা দিচ্ছেন তা একদিনের বেশী দুদিন চলে না। দেখুন, আজকাল হচ্ছে Economyর যুগ। অথচ Clerkরা Complain করছেন,—জিনিষ খারাপ বলে সবকিছুই তাঁদের বেশী বেশী প্রয়োজন হয়। এমন অবস্থায়, আপনাদের কাছ থেকে Supply নেওয়া বন্ধ করে দিতে হয়। এঁ্যা! হ্যাঁ। বেশ, আরও একমাস আপনাকে Trial দিচ্ছি। আপনি Business-man, আপনার ক্ষতি কর্‌তে আমি চাইনা। Thanks—

[নন্দী সায়েব ফোন রাখিয়া কাজ করিতেছেন। বিধু বাবু সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। কাজ করিতে করিতে বিধু বাবুকে লক্ষ্য করিয়া]

মিঃ নন্দী। কিছু বল্‌বেন?

বিধু বাবু। Good morning Sir—

মিঃ নন্দী। নমস্কার! আচ্ছা, এই সব ইংরাজি কথাগুলো বলেন কেন! আমি বাঙালি, আপনিও বাঙালি; বাঙ্‌লায় কথা বলুন—

বিধু। আশীর্বাদ! [ক্রন্দন প্রায়] আশীর্বাদ করি বাবা,—তুমি সুখী হও, তুমি চির সুখী হও। রবিনের বাবা গুণময় ছিল আমার বিশিষ্ট বন্ধু। তারই ছেলে অভাবে পড়ে, আজ আমার কাছে এসেছে চাকরির সন্ধানে; যদি আজ তোমার কৃপায় তার কোনও একটা চাকরি হ'যে যায়, ভগবান তোমার মংগল করবেন বাবা, ভগবান তোমার মংগল করবেন। রবিনের সামনে দাঁড়িয়ে, আজ আমি বুক ফুলিয়ে বড় মুখ করে বল্‌তে পার্‌ব, আমার বড় সাযেব আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমার কথা রেখেছেন। ভগবান আছেন। দুর্দিনে তিনি অভাগাকে আশ্রয় দেন। আজ আমার প্রাণে বড় শান্তি নন্দীসায়েব, আজ আমার প্রাণে বড় শান্তি। আমি অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি বাবা, ভগবান তোমার মংগল করুন, ভগবান তোমার মংগল করুন—

(বিধু বাবুর প্রস্থান)

(নন্দী সাযেব বিহ্বল হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

(ড্রপ)

২।১

মিঃ গুহের ঘর

(মিঃ গুহ কাজ করিতেছেন)

(নেপথ্যে নিবারণ May I come in Sir?)

মিঃ গুহ। Yes, come in.

(নিবারণের প্রবেশ)

কটা বাজে? এখন আপনার ঘড়িতে কটা বাজে—দশটা?

নিবারণ। আঁজ্ঞে না,—দশটা বেজে গেছে—

মিঃ গুহ। Why so late ?

নিবারণ। Sir, একটু পেটের trouble Sir—তাই—

মিঃ গুহ। এটা অফিস না আড্ডা বাড়ী ?

নিবারণ। না—Sir, Office.

মিঃ গুহ। চাকরী করবার ইচ্ছে আপনার আছে কিনা, আমি জান্‌তে চাই।

নিবারণ। আছে Sir—

মিঃ গুহ। তবে রোজ রোজ অফিসে আস্‌তে এত দেরী হয় কেন ?

নিবারণ। না Sir—

মিঃ গুহ। আবার মিথ্যে কথা ?

নিবারণ। হ্যাঁ Sir ! শুধু আজকের দিনটা স্যার, পেটের Trouble এর জন্যে—

মিঃ গুহ। Alright ! আজই আমি অফিস সাবকুলাব পাঠিয়ে দিচ্ছি—আমি Drastic action নিতে চাই।

নিবারণ। তাহলে তো খুব ভাল হয় স্যার ! এই রকম বীভৎস ভয়ংকর একটা Step না নিলে Late-comerবৃন্দ শায়েস্তা হবে না।

মিঃ গুহ। Listen নিবারণ বাবু, তিন দিন Late হলেই একদিন Casual Leave কাটা যাবে।

নিবারণ। আচ্ছা Sir— (গমনোদ্যত)

মিঃ গুহ। শুনুন—

নিবারণ। Yes Sir! Yes Sir—

মিঃ গুহ। আপনাদেব সেক্সনে কাজ কর্ম্ম কি রকম হচ্ছে!

নিবারণ। এক বকম ভালোই হচ্ছে—স্যার।

মিঃ গুহ। শুন্‌লাম, আপনাদের সেক্সনে তিন চারিটি অকাল পক্ক ছেলে আছে। তাবা তো Piatically কিছুই কবে না। শুধু অফিসারদের কাজেব সমালোচনা কবে বেড়ায।

নিবাবণ। আমাদেব সেক্সনে!

মিঃ গুহ। আকাশ থেকে পড়লেন যে।

নিবারণ। না স্যাব, আমাদের সেক্সনে তো সে রকম কেউ নেই। যে ক টি ছেলে রযেছে তাবা খুব মন দিযেই কাজ-কম্য করে।

মিঃ গুহ। তবে যে আমি খবর পেলাম সত্যেন, ভানু, দ্বিজেন, Sectionটাকে Club Room করে তুলেছে। আপনাদের সেক্সনে আমারও লোক আছে মনে বাখবেন। সুযোগ পেলেহ আমি ওই তিনটি রত্নের বিষ দাঁত ভেঙে দেবো।

নিবারণ। আপনি ভুল খবব পেয়েছেন Sir, ঐ তিনটে ছেলে আপনাব জন্যে প্রাণ দিতে পাবে। ওবা আপনাব অন্ধ ভক্ত। ওবা বলে অফিসে অফিসার আছেন মাত্র একজন, আব তিনি হচ্ছেন মিষ্টাব বারিদ বরণ গুহ।

মিঃ গুহ। বলে বুঝি? বসুন—বসুন—আর কি বলে?

[নিবারণ অতি সন্তর্পণে জড়সড হইয়া একটা চেয়ারে বসিল ঠিক কাঠেব পুতুলের মত।]

নিবারণ। বলে—আপনি নাকি গরীবের মা বাপ। আপনি নাকি অনেক গরীবের চাকরী করে দিয়েছেন; আবার প্রাইভেটেও আপনি নাকি দু'চার জনকে Help করেন।

মিঃ গুহ। না-না—ও সব কিছু নয়, আর কি বলে ওরা?

নিবারণ। কাল তা'হলে Sir, আমার incrementটা Sir—

মিঃ গুহ। একবার তো বলে দিয়েছি—

নিবারণ। Yes Sir—

মিঃ গুহ। এক কথা কতবার করে বলতে হবে শুনি ?

নিবারণ। No Sir—

গুহ। Get out—

নিবারণ। Very good Sir—Very good Sir

[ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া নিবারণের প্রস্থান] (মঞ্চ ঘূর্ণায়মান

স্থান :—রান্নাঘর

[সকলে চা খাইতেছে ও রাত্রের রুটি তৈয়ারী করিবার যোগাড় চলিতেছে]

মাধুরী। রবিন চলে গেল কেন ?

সৌদা। কি জানি মা ? এত করে থাক্‌তে ব'ললুম, তবু সে থাকতে রাজী হ'ল না।

মাধুরী। বেশ ছেলেটি ! দেখোনা মিনুর সঙ্গে যদি ওর বিয়ে দিতে পার।

বুলু। ঠিক বলেছ, খুব ভাল হয় তা'হলে।

সৌদামিনী। কর্তারও ঠিক তাই ইচ্ছে।

মিনু। না, না, কেরাণী হবার ইচ্ছে যার মনে রয়েছে তাকে বিয়ে ক'রে লাভ কি ?

সৌদামিনী। কে কেরাণী হতে চায় ? রবিন ?

মিনু। নয়তো কি? বাবার কাছে এসেছিল, একটা চাক্‌রি যাতে হয়।

সৌদামিনী। কেরাণী হ'লেই বা! এম্-এস্-সি পাশ কবেছে, বড কম কথা নয়তো বাপু। লেখাপডা-জানা—ছেলের মাহাত্ম্যই আলাদা!

মিনু। কেন—দিদিকেও তো লেখাপড়া জানা ছেলেব হাতে দিয়েছিলে?

সৌদা। বাপ মা কি আর মেযের অমংগল খোঁজে মা! দেখে দিলুম তারপর সবই অদৃষ্ট!

মাধু। রবিন ছেলেটি কিন্তু বেশ।

মিনু। ওকে আমি কিছুতেই বিযে কর্‌বো না, বড অহংকাব!

বুলু। এটা তোমার মনেব কথা?—না, মুখের কথা মেজদি। ইস্! বিয়ে কর্‌বে না! না বড়দি, মেজদিব কথা বিশ্বাস ক'ব না। মেজদি মনে যা ভাবে, মুখে ঠিক তার উল্টো বলে।

মিনু। হাঁ, তুই গণৎকার কিনা, তাই আমার মনেব কথাগুলোকে জান্‌তে পেরেছিস্?

বুলু। বলে দেবো মাকে?

মিনু। কি বলবি?—বল না।

বুলু। রবিনদা, যখন চলে গেল তখন তুমি মুখ গম্ভীর করে রইলে কেন? কথা বল্‌লে না কেন তার সঙ্গে!

মিনু। আমার খুসী।

মাধু। হাঁরে—তোরা মনে ভেবেছিস কি? মাকে তোরা মোটেই সম্ভ্রম করিস্ না। যা বেরো এখান থেকে। কালে কালে সব হ'ল কি! আমরা তো বিয়েথা'র আলোচনা গুরুজনদের সাম্‌নে করতে লজ্জা পেতুম!

পরিপূর্ণ এক কাপ চা—
পান করে নেবো আমি শেষে ,
তারপর চলে যাব ক্লাবে।

সৌদা। আ গেলো যা—এটা কি থিয়েটার ?

মাধুরী। এক একটি রত্ন। পট্‌লা চলে যা এখান থেকে।

পট্‌লা। দিদি—দিদি—
গঞ্জনা দিওনা মোরে,
কোমল এ প্রাণে মোর
সহিবে না কঠিন আঘাত,
পুষ্প সম বক্ষে মোর
বাজে তব বজ্র সম বাণী !
জননী গো, ক্ষুধার্ত যে আমি !

সৌদা। রুটী খেয়ে যা—

পট্‌লা। রুটী ! রুটি !
রুটি আর নাহি রোচে মুখে ;
এনে দাও মালাই কাবাব,
এনে দাও কালিয়া পোলাও,
মিহিদানা, দরবেশ, রাজভোগ, লবঙ্গলতিক
তবে মোর তৃপ্ত হবে হিয়া।

সৌদা। কেরাণীর ছেলের আবার সখ্ কত! সে বরাত কি আর করেছিস্ যে খাবি ? বিরক্ত করিস্ নি পট্‌লা—যা এখান থেকে।

পট্‌লা। দু'টী পায়ে পড়ি মাগো
দাও মোরে শুধু তের আনা—

বিধু। আরও একটা খবর আছে গিন্নী—আমার মিনু মায়েরও কাল থেকে চাকরি হবে ঐ অফিসে।

সৌদা। ঠাকুর আমার তাহ'লে মুখ তুলে চেয়েছেন!

বিধু। তবে রবিনের চেয়ে মিনুর চাকরিটা হবে ভালো, মিনু হবে আমার সায়েবের প্রাইভেট সেক্রেটারী।

সৌদা। কত টাকা মাইনে?

বিধু। রবিনের একশো কুড়ি টাকা, আর মিনুর আড়াইশো টাকা।

সৌদা। যাক্ ভালই হ'য়েছে। কিন্তু, এখনি যে তোমাকে একবার ডাক্তারের বাড়ী যেতে হবে।

বিধু। অফিস থেকে আসতে-না-আসতেই ডাক্তারের বাড়ী যাও! কেন—পট্‌লা কোথায়?

সৌদা। পট্‌লা যে কি ছেলে তাতো তুমি জানই। কোনো কাজে কি তাকে পাওয়া যায়!

বিধু। কেন পাওয়া যায় না শুনি? তুমিই ত আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছ। আমি তাকে শাসন করতে গেলে কি হ'বে—

সৌদা। এই দেখো, এখন সমস্ত তাল পড়ল আমার ওপর—

বিধু। নয়তো কি? বাড়ীতে ঢুকতে দিওনা, ওর খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দাও, দেখ্‌বে দুদিনে সোজা হয়ে যাবে—

সৌদা। পট্‌লা তোমার সেই ছেলেই কিনা—

বিধু। তারপর শুন্‌ছি, অল্প বয়সেই সে থিয়েটার নিয়ে মেতে উঠেছে, গরীবের ঘরে ঘোড়া রোগ! বুঝবে গিন্নী—বুঝবে! পরে, এর জন্যে তোমাকে আফ্‌শোষ কর্‌তে হ'বে!

বিধু। আহা, আপনার পেলেই ত হ'ল।

কেষ্ট। "পেলেই ত হল"—বলেই আপনি খালাস। আর কবে পাব মশাই। বাড়ীতে এসে ডেকে ডেকে সাড়া পাই না, রবিবারে আপনি বাড়ী থাকেন না, বাজারেও আপনাকে দেখতে পাই না, অপিস যাবার রাস্তাটাকেও আপনি পাল্‌টে ফেলেছেন, আর কোন্ অপিসে আপনি চাক্‌রি করেন সে কথাও তো আপনি বলেন নি আমাকে যে, দিন রাত আপনার অপিসে গিযে আমি টাকা আদায় কর্‌বার জন্ত হত্যে দোবো। আপনারা ভদ্দবলোক, ধার করে লোককে ঠকিয়ে খেতে লজ্জা কবে না আপনাদের?

(মাধুরীর প্রবেশ)

মাধুবী। কি হ'যেছে, আপনি আমাব বাবাকে অপমান কর্‌ছেন কেন?

কেষ্ট। আমার পাওনা টাকা উনি মিটিযে দিতে পারেন নি-তাই।

মাধুবী। টাকা মিটিযে দিতে পারেন নি ব'লে আপনি বাড়ী বয়ে এসে একজন ভদ্রলোককে অপমান কর্‌বেন? (রাগিয়া)

কেষ্ট। বেশ তো, টাকা মিটিয়ে দিলেই আমি চলে যাই। তাগাদা ক'বে ক'বে তো এক পযসাও আদায় কর্‌তে পার্‌লুম না। তাই বাধ্য হয়েই আমাকে একেবারে বাড়ীর ভেতরে আস্‌তে হয়েছে।

মাধুরী। জানেন, আপনি বে-আইনি কাজ কর্‌ছেন। ইচ্ছে কর্‌লে আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি, যাক্ আপনার পাওনা কত?

কেষ্ট। দেড়শো টাকা—

মাধুরী। বেশ মাসে মাসে আপনি দশ টাকা করে নিয়ে যাবেন। আর কিছু বল্‌বার আছে আপনার?

মিনু। (হাসিয়া) আবার তুই আমার পেছনে লাগছিস্ ?

বুলু। (মিনুকে জড়াইয়া) সত্যি কথা বল্ তো মেজদি—তোর মনে এখন কি হচ্ছে ?

মিনু। ওরে ছাড় ছাড়, কি দুষ্ট মেয়ে বাবা !

বুলু। তোর গানখানা খুব ভালো।

মিনু। কার লেখা জানিস্—রবিনদা'ব !

বুলু। ও—রবিনদা'র ! তাই মনের আনন্দে গাওয়া হচ্ছে ! ও মেজদি, আমাকে গানটা শিখিয়ে দে না ! (আব্দার)

(মাধুরীব প্রবেশ)

মাধুরী। গান শিখে সব হবে। তুই যে এখনও পড়্তে বসিস্ নি ? ম্যাট্রিক পরীক্ষা তো এসে গেল। (বুলুকে)

বুলু। ঠিক পাশ কবে যাবো, তুমি ভাব্ছ কেন দিদি !

মাধুরী। দিন রাত আড্ডা—আড্ডা আর আড্ডা ! অথচ আমরাও তো মায়ের মেয়ে ছিলুম, আমবাও তো লেখাপড়া কবেছি।—

মিনু। এখন বুঝি আব তুমি মায়ের মেয়ে নও ? (হাসিযা)

বুলু। না, বড়দি বাপেব মেয়ে। (হাসিযা)

মাধুরী। তোরা থাম বাপু। কথায় কোনও একটু খুঁত পেলেই হল—অমনি ধরা চাই—

বুলু। একটু আগে আড়াল থেকে দেখ্ছিলুম—জানো মেজদি, বড়দি যখন কেষ্ট মুদীকে বক্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল—যেন পড়া তৈরী না কর্বার অপরাধে এবং মার খাবার ভয়ে ছাত্র মাষ্টারের মুখের দিকে চেয়ে ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে !

মাধুরী। বাজে কথা ছাড়। মিনু, ভগবান আমাদের ওপর একটু প্রসন্ন হয়েছেন।

মাধুরী। দুষ্টু গরুর চেযে শূন্য গোয়াল ভাল। তাড়িযে দিক বাড়ী থেকে। অমন ছেলের মুখ দেখা উচিৎ নয। আমিও বাবাকে বলতে পারি না—পাছে মা মনে দুঃখ করেন।

মিনু। বাবাকে শুনিযেই বা লাভ কি? তাঁকে কষ্ট দেওযা বইতো আর কিছু নয।

(পট্‌লা টলতে টলতে মাতালের মত প্রবেশ করল)

পট্‌লা। মা—মা—

মাধুরী। উন্নতি হ'য়েছে দেখ্‌ছি। তুই নেশা করতে শিখেছিস্। বেরো হতভাগা, বেরো এখান থেকে। কাল সারারাত যে চুলোয ছিলি সেইখানেই থাক্‌গে যা!

মিনু। চল্ বুলু—আমরা এখান থেকে যাই,

[মিনু এবং বুলুর প্রস্থান]

পট্‌লা। মা—মাগো—

মাধুরী। বেরো, বেরো এখান থেকে। মা এ ঘরে নেই।

পট্‌লা। কে? বড়দি—

মাধুরী। তোমার যম। ঝেঁটিযে বিষ ঝেড়ে দেবো এখুনি। মাত্‌লামো করবার জাযগা পাওনি?

পট্‌লা। কেন বকছ বড়দি? আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি বংশের নাম রাখতে পারি।

মাধুরী। হাঁরে পোড়ার মুখো—এত লোক মরে, তুই মরিস্ না?

পট্‌লা। আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে না দিদি? ঠিক তো—সত্যি কথা বল্‌চ?

মাধুরী। তুই দূর হ এখান থেকে; ঘাটের মড়া কোথাকার—

সাগর তরঙ্গ সম
এক আসে, এক চলে যায়,
অন্তহীন কালের প্রবাহে।
এ পৃথিবী রেস-কোর্স যেন,
আশা তার—ছুটিতেছে ঘোড়া,
মোরা কেহ বসে আছি জকি,
কেহ মোরা ট্রেনার, মালিক।
বাকি যারা বসে আছে—
বাকি যারা বসে আছে—
কেহ বুকি, কেহ বা পাণ্টার।
এক আসে, এক যায়
কেউ জেতে, কেউ হারে বাজি,
কেহ রাজা কেহ বা ফকির।
আমি ?
আমি একা প্লেয়ার মাতাল
ঘুরি ফিরি আনাচে কানাচে
ওৎ পেতে সুযোগের লাগি
মেলাতে ট্রিবল-টোট !
Luck মোর করিলে Favour
ক্যাণ্টার করিবে মোর ঘোড়া !

[পড়িয়া গেল]

মাধুরী। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হল ? পট্‌লা – পট্‌লা—মা—মা—

[বিধু বাবু ও ডাক্তার আসিল]

বিধু। ওরে মাধু ? ডাক্তারবাবু এসেছেন—

মাধুরী। বাবা !—পট্‌লা—

বিধু। এঁ্যা! কি হয়েছে, পড়ে কেন? দেখতো—দেখতো ডাক্তার। (ডাক্তার ছুটিয়া গিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল) আঃ! এ আবার কি বিপদ হল! (চাঞ্চল্য)

ডাক্তার। ভাব্‌নার কিছু নেই। একটু Drink ক'রেছে কিনা, তাই।

(বিধু বাবুর ঘৃণা, ক্রোধ, ক্ষোভ, বিস্ময়)

বিধু। এ্যাঃ! বল কি ডাক্তার! Drink করেছে! (Action) জল নেই, ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, ছেলেমেয়েদের দুবেলা দুমুঠো অন্ন মুখে তুলে দেবার জন্যে আমি হাড়ভাঙ্গা খাট্‌ছি; ঘরে বাইরে কত অপমান, কত হীনতা সহ্য কর্‌ছি; আর—আর—আমারই ছেলে আজ মদ খেতে সুরু করেছে! তাড়িয়ে দে মাধু, ওকে তাড়িয়ে দে বাড়ী থেকে। ও ছেলে আমার বংশের কলঙ্ক। আমি ওর মুখ দেখ্‌তে চাই না। আমি মনে কর্‌ব পট্‌লা আমার মরে গেছে—পট্‌লা মরে গেছে।

[বিধু বাবু পড়িয়া গেলেন। সৌদামিনী ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন]

মাধুরী। বাবা! পট্‌লার মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে!

বিধু। রক্ত! রক্ত! একটু ভাল ক'রে দেখো ডাক্তার, বুকটা একবার ভাল ক'রে দেখো। (অত্যধিক চঞ্চল হইয়া পড়িলেন অপত্য স্নেহে)

[ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল]

ডাক্তার। আমার মনে হয় Lungsটা একবার X-Ray করালে ভাল হয়।

বিবু। X-Ray—X-Ray কর্‌তে হবে! X-Ray!

(বিধু বাবু কাঁপিতেছেন)

ডাক্তার। হ্যাঁ, ভাল হয়।

বিধু। তবে আমি যা ভয় কর্‌ছিলুম তাই। থাইসিস্! পট্‌লা—ওরে তুই যে আমার ডান হাত, তোর ওপর যে আমার আশা ছিল অনেক! ভগবান এ তুমি আমার কি কর্‌লে।

(ড্রপ)

৩।১

অফিস রুম

সত্যেন। রবিনবাবু দেখ্‌তে দেখ্‌তে এখানে আপনার এক বছর চাকরী হয়ে গেল—কি বলুন?

রবিন। হ্যাঁ—সময় তো আর কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না।

ভানু। বিধুবাবু আছেন কেমন?

রবিন। ডাক্তার বলচেন, ওঁর এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া দরকার। জ্বরটা কিছুতেই ছাড়ছে না।

ভানু। অসুখটা কি?

রবিন। ছিল নিউমোনিয়া—তার থেকে হল টাইফয়েড্, টাইফয়েড্ থেকে এখন আবার অন্য অসুখে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিজেন। আহা, তিন তিনটে মাস ভদ্রলোক এক নাগাড়ে ভুগছেন, বেশ ভাল ডাক্তারকে দিয়ে দেখান হচ্ছে তো?

রবিন। আপনি আমাকে হাসালেন দ্বিজেনবাবু।

দ্বিজেন। কেন?

রবিন। গরীব কেরাণী। বড় ডাক্তারকে দিয়ে দেখবার পয়সা কোথায়? তাছাড়া অফিস এখন বিধুবাবুর Payment stop করে দিয়েছে।

রবিন। বলেন কি মশাই! এ যে দেখছি অক্টোপাশ!

ভানু। বলি Brother—তুমি আছ কোথায়?

রবিন। সত্যেনদা; আপনি একবার যান্‌না সায়েবের কাছে। আপনি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্‌লে, ওর ছুটি মঞ্জুর হতে পারে।

দ্বিজেন। বড়সাহেব থাকলেও না হয় কথা ছিল। তিনি তো বদ্‌লি হয়ে গেছেন দিল্লীতে।

সত্যেন। তাহলে এখন উপায়? এ সময় বড়বাবু থাক্‌লেও খুব কাজ হোত।

ভানু। সত্যি কথা—বিধু বাবু পরের দুঃখে সব সময় বুক পেতে দাঁড়াতেন। যে কোনও সায়েবই থাকনা কেন, বিধু বাবু থাকলে হলধরের ছুটি ঠিক মঞ্জুর করিয়ে নিতেন। ওর বরাৎ খারাপ; বিধু বাবু অসুখে পড়ে, বড় সায়েবও Transfer হয়ে গেছেন।

সত্যেন। ব্রাদার, বারিদবরণ গুহকে তুমি জাননা! এইতো সবে এক বছর এসেছো, আরও ছ'মাস যাক তখন ওকে চিন্‌বে। ঐ বারিদবরণ আমারের অফিসে এসে বহুলোকের চাকরী খেয়েছে। বহু ভদ্র-মহিলার সর্ব্বনাশ করেছে—আর Retrenchment আরম্ভ হল তো ওরই জন্যে Heavy retrenchment দেখিয়ে, next promotionএর পথটা Clear করে রাখ্‌লো। না ভাই, আমি ওর কাছে যেতে পারব না। অফিসে চাকরী করে কে ভাই অফিসারের বিরাগ-ভাজন হতে চায়? জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া—সেটা কি সম্ভব?

রবিন। কাঁদিস্‌নে হলধর। তুই আয় আমার সঙ্গে।

সত্যেন। একটু তৈরী হয়ে যেও ভাই—

মিঃ গুহ। সত্যি কথাই বল্‌ছি। এই এক বছরের মধ্যে আপনি যে রকম কাজ দেখিয়েছেন আমি তা আশা করিনি।

মিনু। কাজ আপনি আমাকে করতে দেন কখন—বেশতো! আমার সমস্ত চিঠিব উত্তর আপনি তো অন্য Clerkকে দিযে করিয়ে নেন। আমি শুধু আপনাব সঙ্গে গল্প কবি, বই পড়ি, আর বাড়ী যাই।

মিঃ গুহ। না—না, Capacity বযেছে আপনার—

মিনু। তাই নাকি।

মিঃ গুহ। তাইতো আপনাকে এত ভাল লাগে। মিস্ মুখার্জী, I like you much। You are my Paradise, you are my Dream of dreams! (মিঃ গুহ মিনুব কাছে আসিল)

মিনু। Mr. Guha, please be sensible

মিঃ গুহ। মিনু, Don't be so unkind, don't be so rude. I want you—I want you as my—(মিঃ গুহ মিনুব হাত চাপিয়া ধরিল)।

(সঙ্গে সঙ্গে রবিনেব প্রবেশ, পিছনে হলধর)

মিঃ গুহ। What do you want? Get out—Get out I say.

রবিন। দেখুন—(শালীনতা এবং ব্যক্তিত্ব লইয়া)

মিঃ গুহ। বেরিয়ে যান—বেরিযে যান এখান থেকে। বাইরে আমার Orderly আছে, তার হাত দিয়ে Slip পাঠিযে দেন নি কেন?

রবিন। উচিত মনে করিনি তাই।

মিঃ গুহ। What!

রবিন। চেঁচাবেন পরে, আগে আমার কথা শুনুন।

রবিন। তিনবার তো ডাক্‌লেন। বলুন। এবার আপনি 'চলে যেতে' —না বলা পর্যন্ত—আর যাব না। Chairটায় বস্‌তে পারি? অবশ্য আপনার অনুমতি নিয়ে—

(উত্তর পাইবার পূর্বেই চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

মিঃ গুহ। Sit down।

রবিন। এই দেখুন Telegram। সত্যিই ওর মায়ের খুব অসুখ! আপনার অফিসের কোনও কাজ আট্‌কাবে না। আপনি ওকে সহজেই ছুটি দিতে পারেন।

মিঃ গুহ। ওকে যদি ছুটি দি, সে জায়গায়তো আর আমি অন্য লোককে Replace ক'র্‌তে পার্‌ছি না। বাবুদের জন্য জল তুলবে কে?

রবিন। কেন—আমি।

মিঃ গুহ। বাবুদের ফাই ফরমাজ খাট্‌বে কে?

রবিন। কেন—আমি। আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে, যাতে ওর কাজ না আটকায় সে ব্যবস্থা আমরা কর্‌ব।

মিঃ গুহ। কতদিনের ছুটি চায?

রবিন। কতদিন রে?

হলধর। তিন হপ্তা।

মিঃ গুহ। Where's the application?

রবিন। দরখাস্ত এনেছিস্?

(হলধর রবিনকে দরখাস্ত দিল। রবিন মিঃ গুহের টেবিলে দরখাস্ত রাখিল মিঃ গুহ—তাহাতে সই করিয়া ফেলিয়া দিলেন)

রবিন। কাল থেকে তোর ছুটি। আচ্ছা চলি তাহলে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে—অনুরোধটা আপনি রেখেছেন।

(রবিন উঠিল, হলধর প্রস্থান করিল)

বুলু। বল্‌না মেজদি—(আব্দার)

মিনু। আমার অফিসার মিঃ গুহ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যা তা কথা আমাকে বল্‌ছিলেন আমার হাত দুটো ধরে, আর ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ রবিনদা ঢুকে পড়লেন সেই ঘরে। রবিনদা আমাকে কি মনে কর্‌লেন বল্‌তো ?

বুলু। তুই কেন যা তা কথা বলবার সুযোগ দিলি ? (রাগ)

মিনু। আমি কি জানতুম যে কথা কইতে কইতে হঠাৎ কোনো ভদ্রলোক—

বুলু। ভদ্রলোক—না ছাই। জুতো দিয়ে মার্‌তে পার্‌লি নি ?

(রাগ)

মিনু। জুতো মার্‌ব যখন মুখে বলেছি, তখন সেটা জুতো মারবারই সমান।

বুলু। তুমি মেজদি খুব "ড্যাসিং" নও। বড়দি কিন্তু এসব দিকে ভারি "এক্সপার্ট"।

মিনু। (মুখ তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া) ইস্—অহংকারে মট্ মট্ কর্‌ছে।

বুলু। কে ভাই ?

মিনু। কে আবার ? রবিনদা ! তিনটি বাক্যের তিন কথায় উত্তর দিয়ে গেল। একটা হচ্ছে "এমনি", আর একটা "জানি", আর শেষের কথা হ'ল "আচ্ছা"। উঃ, কি অহংকার ! ও মনে করেছে—আমি মিঃ গুহের ভালবাসায় পড়েছি। পুরুষরা ভয়ংকর Jealous। কি হ'ল, কেন হ'ল, কারণটা কিছুই জান্‌তে চাইবে না। চোখের সামনে একটা কিছু দেখ্‌লেই হ'ল,—ব্যস্—অম্‌নি একটা ধারণা ক'রে বসে রইল।

তাহ'লে তোদের যে আর বাঁচাতে পারব না বুলু। তার ওপর বড়াদ হচ্ছেন বিধবা, তাঁরও একটি ছেলে আছে। দেখ্ বুলু, রবিনদার কথা ছেড়ে দে, এক রবিন যাবে, হাজার রবিন আস্‌বে, কিন্তু তোরা যদি সব একে একে চলে যাস্ তাহ'লে তোদের আমি নতুন করে ফিরে পাব না বুলু।

(বুলুর মুখখানি দু'হাতে ধরিয়া মিনু কাঁদিতে লাগিল)

বুলু। তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে মেজদি? একটা অফিসারের কাছে তাড়া খেয়ে এসে প'ড়ে প'ড়ে যে মেয়ে কাঁদে সে আবার অন্য উপায়ে পয়সা রোজগার কর্‌বে! এসব যা তা কথা বলিস্ নি মেজদি, শুন্‌লে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। (অভিমান)

মিনু। আমার বুলুরাণী, আমার বুলুসোনা, আমার বুলু—বুলু—বুলু— (বুলুকে বুকে জড়াইয়া তাহার কপালে চুম্বন করিল)

(মঞ্চ ঘূর্ণায়মান)

৩।৪

—একতলার দালান—

(বিধু বাবু একটি ইজি চেয়ারে শায়িত। সন্ধ্যা)

বিধুবাবু। আঃ—আঃ—নারায়ণ—

(মাধুরী মাথার কাছে দাঁড়াইয়া পাখার বাতাস করিতেছে)

মাধুরী। কষ্ট হচ্ছে বাবা?

বিধু। না—না—কষ্ট কিসের? বেশ আছি, খুব ভাল আছি। দামিনী—দামিনী—

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। কি বল্‌ছো?

সত্য। দাদাভাই চালভাজা খাই
ময়না মাছের মুড়ো,
এক পয়সার বউ এনেছি
খ্যাঁদা নাকের চুড়ো।

[দিদিমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ছুটিয়া প্রস্থান করিল]

[মিণ্টুর প্রবেশ]

মিণ্টু। মা ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন।

[সৌদামিনী ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন]

[ডাক্তারের প্রবেশ, হাতে ব্যাগ, ষ্টেথ্‌স্কোপ]

কেশব। আজ আপনি কেমন আছেন ?

বিধু। ভাল আছি ডাক্তার।

[মিণ্টু মোড়া আনিয়া দিল]

মিণ্টু। বসুন। (ডাক্তার বসিল)

কেশব। জ্বরটা নেমেছে ? (মাধুরীকে)

মাধুরী। না—

কেশব। এখন টেম্পারেচর কত ?

মাধুরী। ১০২।

কেশব। বসে আছেন কেন ?

বিধু। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর ভাল লাগে না ডাক্তার।

[কেশব পরীক্ষা করিল]

কেশব। Heart বড় Weak। বেশি নড়াচড়া করবেন না আপনি। এই ইন্‌জেকশনটা আনিয়ে রাখ্‌বেন।

[পকেট হইতে কাগজ ফাউন্টেন পেন লইয়া লিখিলেন]

বিধু। Injectionটা না দিলে কি হয় না ডাক্তার ? টাকাগুলো

সব জলের মত খরচা হ'য়ে যাচ্ছে, চারদিকে ধারদেনা জমে উঠেছে. আমি বলি ইন্‌জেকশনট থাক্।

মাধু। মা কিছু বল্‌বে?

[সৌদামিনীর কাছে মাধুরী আসিল]

বিধু। ডাক্তার! আমি আর বাঁচ্‌ব না। আমাকে মর্‌তে দাও ডাক্তার, কিন্তু এদের মেরো না, আমি ম'রে গেলে এদের সংসার চল্‌বে কি ক'রে। আমার স্ত্রী গয়না গাঁটি বাঁধা দিয়ে আমার চিকিৎসা করাচ্ছেন ওর মনে বড় আশা আমি বাঁচ্‌ব; কিন্তু ডাক্তার, আমি নিশ্চয়ই জানি যে মেয়াদ আমার ফুরিয়ে এসেছে।

মাধুরি। মা বল্‌ছেন যত ভালো ভালো ওষুধ ইন্‌জেক্‌শন আছে সব দিন, বাবার কথায় আপনি কান দেবেন না।

বিধু। আমি ভাল কথা বল্‌ছিরে মাধু, তোর মাকে বুঝিয়ে বল্।

মাধুরি। মা কাঁদছেন। এ সব কথা তুমি বোলো না বাবা।

কেশব। প্রেসক্রপসনটা দিন তো। [মাধুরী উহা দিল] এক কাজ করুন, কাউকে পাঠিয়ে দিন আমার সঙ্গে, ওষুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর ইন্‌জেকশনটা বিকেলে এসে দিয়ে যাব।

[ডাক্তার প্রেসক্রপসন ছিঁড়িয়া ফেলিল। ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল]

মাধুরি। ওষুদের দামটা। (টাকা দিতে গেল)

কেশব। রেখে দিন, পরে নোবো।

বিধু। তোমার মত যদি সকলেই হত ডাক্তার তাহ'লে পৃথিবীটা একদিনেই স্বর্গ হ'য়ে যেতো।

মাধুরি। মিণ্টু, ভাই, একবার যাও তো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওষুধটা নিয়ে আস্‌বে।

কেশব। ভেতরে চলো খোকা, পরেশকে দেখে আসি।

দ্বিজেন। বলিস্ কি রে!

ভানু। কি Voluptuous চেহারা মাইরি, চোখের কি Expression। আহা, সেকি Acting, কল্পনা করা যায় না!

আদ্যি। কার কথা বলছিস্?

ভানু। Ingrid Bergman! আহা, ও রকম Actress আর জন্মাবে না মাইরি

দ্বিজেন। তুই থাম্! ক'খানা ছবি দেখেছিস্ রে? পার্ট ক'রে গেছে আমাদের গ্রিটা, পার্ট ক'রে গেছে আমাদের মালিণ। নায়ক নায়িকার এক-একটা Romantic scene দেখ্লি মনে হয় এখুনি হার্ট ফেল ক'রে মারা যাই।

অজয়। রবিনদা. তুমি এখনো কথা বল্ছো না? তুমি তো খুব Conservative।

রবিন। (মুখ তুলিয়া) Conservative? (হাসি) ভালো। দেখো, আমাদের অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে আজ ঘুণ ধরেছে, তাই আমাদের সামাজিক আর নৈতিক চেতনাও দুর্বল হ'য়ে প'ড়েছে। শিক্ষা আর সভ্যতার খোলসটুকু নিয়ে আজ আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোন্টা ভালো কোন্টা মন্দ এখন আর আমরা তা বুঝ্তে পারিনা। তা'না হ'লে দশ আনা পাঁচসিকে পয়সা বাজে খরচা না ক'রে, তোমরা সেটাকে সংসারের কাজে লাগাতে!

সুহাস। এই দেখো, আবার সেই Lecture! দুঃখের মধ্যে যেটুকু আনন্দ আমরা পাই সে টুকুই তো আমাদের লাভ।

রবিন Lecture নয় সুহাস। আজ কঠিন—কঠিন সমস্যা অক্টোপাশের মত আমাদের জীবনকে জড়িয়ে ফেলেছে।

দ্বিজেন। বুঝ্‌লুম তো সব, কিন্তু সমাধানের উপায় কি ?

রবিন। দেখো দ্বিজেন, সমাধানের উপায় আমি তোমাদের বল্‌তে পারি। কিন্তু, তোমাদের মত বিভিন্ন মতবাদীদের তাড়নায় আমাকে বিপর্যস্ত হ'তে হ'বে। সমস্যার সমাধান তো আমাদের হাতে, মানে তোমাদের হাতে। কিন্তু তোমারা এখনো আফিং-এর নেশায় মশগুল হ'য়ে আছো।

আদ্যি। আফিং-এর নেশা ! কেন !

রবিন। পর-নিন্দা, স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা, বিশ্বাসঘাতকতা, আত্মাভিমান, জাত্যাভিমান, পদমর্য্যাদাভিমান, অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর কুসংস্কার, এগুলোকে তোমরা 'আফিং'-এর মত গিল্‌ছো। সমস্যার সমাধান হ'বে কি ক'রে ! একজন হয়ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমাদের সমস্যার কথা তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, আর তোমরা ? জল-ভরা ফ্যাকাশে চোখ নিয়ে দিব্যি আরাম ক'রে ঢুল্‌ছ আর হাই তুল্‌ছ।

সত্যেন। ওহে আজ শনিবার, দেড়টা বাজে !

আদ্যি। নাওহে পাঁজিপুঁথি তোলো।

অজয়। দেড়টা বাজে ! বাঁচা গেছে ! চল্‌রে দ্বিজেন বাড়ী যাই।

সুহাস। রবিনদা তুমি এখনও ব'সে ব'সে কাজ করছো—

[রবিন লিখিতেছে]

ভানু। লেখাপড়ায় যখন ভালো ছেলে, তখন কেরাণী হিসেবে তো ভাল হ'বেই। আমি ওসব কাজ-কম্মের ধার ধারি না। আসব, ফাঁকি দোবো, মাসের শেষ মাইনেটি নেবো, বাড়ী যাব—ব্যস্। বেশি কাজ কর্‌লে কি বেশি মাইনে দেবে ?

মিঃ গুহ। Bring your Register.

(রবিন Register খুঁজিতেছে)

(মিঃ গুহ রবিনের চেয়ারে পা দিয়া দাঁড়াইলেন। রবিন Register লইয়া আসিল)

রবিন। পা নামিয়ে নিন্। এটা আমার বস্‌বার চেয়ার।

মিঃ গুহ। Rubbish— (টাই নাড়িয়া Smart হইয়া দাঁড়াইলেন) বের করুণ কোথায় Entry করেছেন।

রবিন। এইতো আজকের তারিখে Entry করা।

মিঃ গুহ। (ধমকাইয়া) But why? আজকেব তারিখে Entry করা হবে কেন? Post office কোন্ তারিখে ছাপ মেরেছে। Here's 7th September but to-day is 9th September, দু'দিন Telegram খানাকে detain করা হ'যেছিল কেন?

রবিন। বল্‌লাম তো Telegramখানা আজকে আমি পেয়েছি।

মিঃ গুহ। You are a liar.

রবিন। ভদ্রতা—জ্ঞানটা পুরামাত্রায় বোধ হয আপনার মধ্যে আসে নি।

মিঃ গুহ। Shut up!

রবিন। কোট, প্যাণ্ট, টাই পর্‌লেই আর অফিসার হওয়া যায় না।

মিন্থ। রবিনদা!

মিঃ গুহ। I shall issue a charge-sheet against you.

রবিন। এতখানি কষ্ট আপনি কর্‌বেন আমার জন্যে!

মিঃ গুহ। I will sack you, I will discharge you, impertinent fellow. আমি তোমার এই Office থেকে চলে যাওয়ার পথটা, খুব Smooth and easy ক'রে দেবো—See? What's your big idea, you are jeering at me?

বিধু। মিনু আমার স্বর্ণ-প্রতিমা। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। বয়স হ'য়ে গেল, ওর বিযে দিতে পার্‌লুম না।

মিনু। আমাব জন্যে কেন এত ভাব ছ বল্‌তো ?

বিধু। রবিন—বাবা—আমার মিনুকে তুমি যদি বিয়ে কর, আমি শান্তিতে মর্‌তে পার্‌ব। আজ আমি পথেব ভিখিরি। একটি পযসাও আমার সঞ্চিত নেহ যা দিয়ে আমি তোমাদের বিয়ে দিতে পারি। কেরাণী জীবনের কি দুর্ভাগ্য, বড় মেযের বিয়েতে খর্‌চা কবেছি খুব সামান্যই, তবু যদি জামাইটা বেঁচে থাক্‌তো! (ক্রন্দন) মাধু আমাব থান কাপড় পরে, খালি হাতে আমার স'ম্‌নে ঘুরে বেড়ায়, রবিন--বুকের ভেতবটা আমার হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। (ক্রন্দন)

সৌদামিনী। এই দেখো—আবার কাঁদ্‌ছে! এ ক'দিন তোমার কি হ'যেছে বলো তো ?

বিধু। মিনুকে যদি তুমি বিয়ে কব্‌তে রাজী হও, আমি তোমাকে অন্তব দিযে আশীর্ব্বাদ কব্‌বো বাবা, তুমি সুখী হবে চিরকাল তুমি শান্তিতে কাটাবে। রবিন, হযতো আমি আর বাঁচ.ব না, আমাব শেষ অনুরোধ তোমাকে বাখ্‌তেই হবে। তোমার কাছে এটা আমার ভিক্ষে।

রবিন। এ আপনি কি বলছেন! বেশ, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে।

বিধু। এঁ্যা! মিনুকে তুমি বিয়ে কর্‌বে! আঃ—আঃ—প্রাণে আজ আমার বড় শান্তি। মিনু এদিকে আয়—এদিকে আয় মা—রবিন কাছে এসো বাবা—

(মিনু ও রবিন দুইজনে বিধু মুখুজ্যের দুই পাশে আসিল। বিধুবাবু দু'জনের হাত এক করিয়া দিলেন)

তৈরী করেছেন, কিন্তু এখন দেখছি (কাশি) আঃ—আঃ—আর পারি না—দিদি, চাপ চাপ বক্ত উঠ্‌ছে। তুই কাছে থাকিস্‌নে দিদি, পালিয়ে যা।

মাধুরি। বেশি বকো না দুষ্টু ছেলে—

পট্‌লা। দিদি, তুই আজকাল আমাকে এত আদর করিস্‌ কেন—ম'রে যাব ব'লে ?

মাধুরি। (কান্নায ফাটিয়া পড়িলেন) ওরে, নারে না—বালাই ষাট।

পট্‌লা। বাবা কেমন আছেন ?

মাধুরি। বাবা প্রায় সেরে উঠেছেন—

পট্‌লা। মা কোথায় ?

মাধুরি। ঠাকুর পূজায় বসেছেন।

পট্‌লা। মিনু—?

মাধুরি। রান্না করছে।

পট্‌লা। বুলু ?

মাধুরি। বাসন মাজ্‌ছে—

পট্‌লা। ঝিকে ছাড়িয়ে দিলি কেন ? বুলুর বাসন মাজতে কষ্ট হবে না ?

মাধুরি। তুই একটু চুপ করে থাক্‌ ভাই।

পট্‌লা। সকলকে একবার ডেকে আন্‌ দিদি, ভাল ক'রে দেখেনি, মনে হচ্ছে দিদি তোদের যেন কতদিন দেখিনি। (কাশি) আঃ—আঃ—আঃ—

(ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া গেল)

মাধুরি। কি হ'লরে পট্‌লা ? কি হ'ল ভাই ? (শঙ্কিত)

পরিশিষ্ট

সমালোচনা

কেরাণীর জীবন

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজেব একটি বৃহত্তর অংশ এই কেরাণীর দল। এদের আশা-আকাংখা সুখ দুঃখ নিয়ে সহজে কেউ মাথা ঘামায় না, কিন্তু এই নবীন নাট্যকার তাদের বেদনা যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তা প্রশংসনীয়। পিঠ চাপ্‌ড়ে দেবার জন্যে কথাগুলো বল্‌ছি না, নাটকটি সত্যই উপভোগ্য।·· "বঙ্গনাট্যম্" সমিতি আবাব আশা জাগাচ্ছে এই যে ভবিষ্যতে নট ও নাট্যকারবা বাংলা দেশে আবার আনন্দ দিতে আস্‌ছেন।

বেতাব নাট্যাধিনায়ক—**শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।**

বখাটে বাউণ্ডুলে পট্‌লাব ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কেন্দ্র করিয়া প্রতিভার অপমৃত্যুকে দেখাইবার চেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।·· ভাগ্য-হীনাদের জীবন সস্তা রোমান্সের খাতে প্রবাহিত করিয়া দর্শকদের নাচু প্রবৃত্তিকে নাড়া দিয়া জাগাহয়া তুলিবার অপচেষ্টার আভাসমাত্র নাই দেখিয়া খুসী হইলাম। **স্বাধীনতা।**

কাহিনীটি মর্ম্মস্পর্শিতায় দর্শকদের বিহ্বল ক'রে তোলার মত শক্তি নিয়ে হাজির হ'তে পেরেছে। একেবারে বাস্তবেরই ঘটনা, সবায়েরই নিজেদের অবস্থার কথা মনে করিয়ে দেয়!··· **আনন্দবাজার।**

একটি গল্প কথা নয়, যা ঘটেছে তারই একটা সটান নিরাভরণ চেহারা কেরাণীর জীবন··· **দেশ।**

এই কাহিনীর পরিপাট্য, সংলাপের সরসত্ব ও মার্জ্জিত রুচির প্রয়োগনৈপুণ্য···একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র এনে দিতে পেরেছে।··· **যুগান্তর।**